রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন এবং সুজন-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭)

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রংপুর সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন। তাই প্রথমেই আমরা নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি।

আমরা অবগত যে, মেয়র পদে মোট ১৩ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২২৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৭ জন, সর্বমোট ৩০৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২১২ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন, মোট ২৮৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্য থেকে নির্ধারিত পদে একজন মেয়রসহ ৩৩ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ১১ জন সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলর সর্বমোট ৪৫জন নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের শান্তিপ্রিয় ভোটারদের।

এই নির্বাচনে সংরক্ষিত (নারী) আসনে ৬৫ জন এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩ জন; মোট ৬৮ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি হচ্ছেন ৭ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নাদিরা খানম। তিনি নির্বাচিত হতে না পারলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন এবং আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে নির্বাচনের পূর্বে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলাম। যাতে কী ধরনের প্রার্থীরা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তা ভোটাররা জানতে পারেন এবং পাশাপাশি তাদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

নির্বাচনের পর আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য তুলে ধরছি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সাথে বিজয়ীদের তথ্যের পার্থক্য তুলনার সুবিধার্থে ৩টি পদের প্রার্থীদের তথ্যও ছকে উপস্থাপিত হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	স্ত্র ০%	স্ত্র ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৩ ৩৯.৩৯%	৭ ২১.২১%	৫ ১৫.১৫%	৭ ২১.২১%	১ ৩.০৩%	স্ত্র ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৮১ ৩৮.২০%	৪৪ ২০.৭৫%	৪১ ১৯.৩৩%	৩২ ১৫.০৯%	১০ ৪.৭১%	৪ ১.৮৮%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৬ ৫৪.৫৪%	২ ১৮.১৮%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	স্ত্র ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৫ ৩৮.৪৬%	১৭ ২৬.১৫%	৮ ১২.৩০%	৮ ১২.৩০%	৬ ৯.২৩%	১ ১.৫৩%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	১৯ ৪২.২২%	৯ ২০%	৬ ১৩.৩৩%	৯ ২০%	২ ৪.৪৪%	স্ত্র ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**১০৬** **৩৭.৩২%**	**৬১** **২১.৪৭%**	**৫১** **১৭.৯৫%**	**৪৩** **১৫.১৪%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**৫** **১.৭৬%**	**২৮৪** **১০০%**	

- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জনের (৩৯.৩৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৭ জনের (২১.২১%) এসএসসি এবং ৫ জনের (১৫.১৫%) জনের এইচএসসি, ৭ জনের (২১.২১%) স্নাতক এবং ১ জনের (৩.০৩%) স্নাতকোত্তর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী নবনির্বাচিত কাউন্সিলর হলেন ২ নং ওয়ার্ডের মোঃ আবুল কালাম আজাদ।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জনের (৫৪.৫৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ২ জনের (১৮.১৮%) এসএসসি এবং ১ জনের (৯.০৯%) জনের এইচএসসি, ১ জনের (৯.০৯%) স্নাতকোত্তর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী নবনির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হলেন ১ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোসাঃ নাছিমা আক্তার।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জনেরই (৬২.২২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ১১ জন (২৪.৪৪%)। ৪৫ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৯ জন (৪২.২২%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২১.৪৭% (২৮৪ জনের মধ্যে ২১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৪.৪৪% (৪৫ জনের মধ্যে ১১ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৩৭.৩২% (২৮৪ জনের মধ্যে ১০৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১৯ জন)। এসএসসি ও এইচএসসি পাস ৩৯.৪৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১১১ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩.৩৩% (৪৫ জনের মধ্যে ১৫জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নর্বাচিত হওয়ার হারও বেশি। তবে মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের (এসএসসি ও এইচএসসি) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কম। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরকে বিবেচনায় নিলে, সেক্ষেত্রে ৬.৩৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৪.৪৪% (৪৫ জনের মধ্যে ২জন)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৫ ৭১.৪২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১২.১২%	২৪ ৭২.৭২%	২ ৬.০৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৬.০৬%	১ ৩.০৩%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	২০ ৯.৪৩%	১৫০ ৭০.৭৫%	১৬ ৭.৫৪%	১ ০.৪৭%	২ ০.৯৪%	৬ ২.৮৩%	১৭ ৮.০১%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	০ ০%	৮ ৭২.৭২%	০ ০%	১ ৯.০৯%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	১৪ ২১.৫৩%	৩ ৪.৬১%	০ ০%	৪০ ৬১.৫৩%	১ ১.৫৩%	৭ ১০.৭৬%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৪ ৮.৮৮%	২৬ ৫৭.৭৭%	৩ ৬.৬৬%	০ ০%	৮ ১৭.১৭%	২ ৪.৪৪%	২ ৪.৪৪%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**২০** **৭.০৪%**	**১৬৯** **৫৯.৫০%**	**১৯** **৬.৬৯%**	**১** **০.৩৫%**	**৪২** **১৪.৭৮%**	**৮** **২.৮১%**	**২৫** **৮.৮০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের পেশা ব্যবসা।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জনই (৭২.৭২%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনই (৭২.৭২%) গৃহিণী। বাকী ৩ জনের মধ্যে ১ জন (৯.০৯%) ব্যবসায়ী (২ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ বিলকিস বেগম) এবং ১ জন (৯.০৯%) শিক্ষিকা (৯ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি)। একজন কাউন্সিলর প্রার্থী পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জনই (৫৭.৭৭%) ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭.১৭% হলেন গৃহিনী (৮জন)।
- সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৭০.৭৫% (২১২ জনের মধ্যে ১৫০ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭২.৭২% (৩৩ জনের মধ্যে ২৪ জন)। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯.৫০% (১৬৯ জন) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন

৫৭.৭৭% (২৬ জন)। দেখা যাচ্ছে যে, ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য কম। পাশাপাশি আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে যেমন গৃহিনীর সংখ্যা বেশি (৭২.৭২%), তেমনি সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের বাদ দিয়ে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, মোট ৩৪ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৩.৫২% (২৫ জন) ব্যবসায়ী।

- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	৪ ৫৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৪ ৪২.৪২%	৫ ১৫.১৫%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৪ ১২.১২%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ২৪.৫২%	৩৩ ১৫.৫৬%	৫ ২.৩৫%	৪ ১.৮৮%	১৭ ৮.০১%	০ ০%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৬.১৫%	৩ ৪.৬১%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	১৫ ৩৩.৩৩%	৭ ১৫.৫৫%	১ ২.২২%	০ ০%	৪ ৮.৮৮%	০ ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**৫৮** **২০.৪২%**	**৪০** **১৪.০৮%**	**৫** **১.৭৬%**	**৪** **১.৪০%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের বিরুদ্ধে অতীতে ১টি ফৌজদারি মামলা ছিল; যা থেকে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের (৪২.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ৫ জনের (১৫.১৫%) বিরুদ্ধে। ৪ জনের (১২.১২%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে ১ জনের (৩.০৩%) বিরুদ্ধে। তিনি হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মোঃ রফিকুল ইসলাম।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৯.০৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং অতীতে ছিল ১ জনের (৯.০৯%) বিরুদ্ধে। বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে ৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোছাঃ হাসনা বানুর বিরুদ্ধে। অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডেও কাউন্সিলর মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারীর বিরুদ্ধে।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জনের (৩৩.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭ জনের (১৫.৫৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৪ জনের (১৩.৫১%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (২.২২%) বিরুদ্ধে; তার নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
- সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২০.৪২% (২৮৪ জনের মধ্যে ৫৮ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৩.৩৩% (৪৫ জনের মধ্যে ১৫ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ১৪.০৮% (২৮৪ জনের মধ্যে ৪০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৫.৫৫% (৪৫ জনের মধ্যে ৭ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৬.৩৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৮.৮৮% (৪৫ জনের মধ্যে ৪ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১.৭৬% (২৮৪ জনের মধ্যে ৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি। অর্থাৎ মামলা সংশ্লিষ্টদেরই ভোটাররা অধিক হারে বেছে নিয়েছেন।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ %	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	০ %	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৬ ১৮.১৮%	২১ ৬৩.৬৩%	৬ ১৮.১৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫৪ ২৫.৪৭%	১৩২ ৬২.২৬%	২১ ৯.৯০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ২.৩৫%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ১৮.১৮%	৩ ২৭.২৭%	৩ ২৭.২৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ২৭.২৭%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৪ ২১.৫৩%	২৬ ৪০%	৪ ৬.১৫%	০ %	০ %	০ ০%	২১ ৩২.৩০%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৮ ১৭.৭৭%	২৪ ৫৩.৩৩%	১০ ২২.২২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬.৬৬%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**৬৮** **২৩.৯৪%**	**১৬০** **৫৬.৩৩%**	**২৮** **৯.৮৫%**	**১** **০.৩৫%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**২৭** **৯.৫০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের বার্ষিক আয় ১০,১২,২৭২.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৭ জন (৮১.৮১%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন অবশিষ্ট ৬ জন (১৮.১৮%)।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৪৫.৪৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন অবশিষ্ট ৩ জন (২৭.২৭%)। ৩ জন (২৭.২৭%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর আয়ের কোনো তথ্য দেননি। এই ৩ জনসহ বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরের সংখ্যা দাড়ায় ৮ জনে (৭২.৭২%)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২ জনের (৭১.১১%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ৩৫ জনে (৭৭.৭৭%)। জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১০ জনের (২২.২২%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৮০.২৮% (২৮৪ জনের মধ্যে ২২৮ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন (৮৯.৭৮%)। একই পরিমান আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৭১.১১% (৩২ জন)। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ জন (৭৭.৭৭%)। অপর দিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ১০.২১% (২৮৪ জনের মধ্যে ২৯ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১০জন)।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম (৮৯.৭৮% এর স্থলে ৭৭.৭৭%) হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (১০.২১ এর স্থলে ২২.২২%)।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র	৩	১	১	০	২	০	০	৭	

প্রার্থী	৪২.৮৫%	১৪.২৮%	১৪.২৮%	%	২৮.৫৭%	০%	%	১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	২৭ ৮১.৮১%	৫ ১৫.১৫%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.০৩%	০ ০%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭৫ ৮২.৫৪%	২৩ ১০.৮৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	১০ ৪.৭১%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১০ ৯০.৯০%	১ ৯.০৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৮০%	১০ ১৫.৩৮%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৩ ৪.৬১%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৩৭ ৮২.২২%	৭ ১৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	১ ২.২২%	০ ০%	০ ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**২৩০** **৮০.৯৮%**	**৩৪** **১১.৯৭%**	**১** **০.৩৫%**	**২** **০.৭০%**	**৪** **১.৪০%**	**০** **০%**	**১৩** **৪.৫৭%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের সম্পদের পরিমাণ ১৭,১৫,০০০.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৪৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৮১.৮১% ভাগের (২৭ জন) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ জন কাউন্সিলরের (১৫.১৫%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। ১ জন (৪%) কাউন্সিলরের কোটির টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে। তিনি হচ্ছেন ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন। তাঁর মোট সম্পদের পরিমান ১,২২,২৫,৮২৯.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১০ জনের (৯০.০৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৭ জনের (৮২.২২%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.২২%)।
- ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩০ জনই (৮০.৯৮%) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১৩ জন প্রার্থীকে ধরলে এই সংখ্যা ছিল ২৪৩ জন (৮৫.৫৬%)। এদিকে নবনির্বাচিত ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার ৮২.২২% (৩৭ জন)। অপর দিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৪১ জন (১৪.৪৩%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন (১৭.৭৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ %	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ৩.০৩%	৪ ১২.১২%	১ ৩.০৩%	০ ০%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	৭ ২১.২১%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৩ ৬.১৩%	৯ ৪.২৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২১২ ১০০%	২৬ ১২.২৬%

বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১ ১.৫৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	১ ১.৫৩%
মোট বিজয়ী	১ ২.২২%	৫ ১১.১১%	১ ২.২২%	০ ০%	১ ২.২২%	০ ০%	৪৫ ১০০%	৮ ১৭.৭৭%
মোট প্রার্থী	**১৪** **৪.৯২%**	**১২** **৪.২২%**	**২** **০.৭০%**	**০** **০%**	**২** **০.৭০%**	**১** **০.৩৫%**	**২৮৪** **১০০%**	**৩১** **১০.৯১%**

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের জনতা ব্যাংকে ঋণ রয়েছে ১৫,০০,০০০.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৭ জন (২১.২১%)। ঋণ গ্রহীতা এই ৭ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ১ জনের (১৪.২৮%)। তিনি হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। তার ঋণের পরিমাণ ২,২০,০০,০০০.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কোনো ঋণ গ্রহীতা নেই।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৮ জন (১৭.৭৭%)।
- নির্বাচনে মোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১ জন (১০.৯১%) ঋণ গ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নবনির্বাচিত ৪৫ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৮ জন (১৭.৭৭%)। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৭ ৫১.৫১%	১ ৩.০৩%	৪ ১২.১২%	০ ০%	১ ৩.০৩%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	২৪ ৭২.৭২%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১০৬ ৫০%	২ ০.৯৪%	১১ ৫.১৮%	১ ০.৪৭%	৪ ১.৮৮%	১ ০.৪৭%	০ ০%	২১২ ১০০%	১২৫ ৫৮.৯৬%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৫ ৪৫.৪৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	৫ ৪৫.৪৫%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৬ ৫৫.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	৩৬ ৫৫.৩৮%
মোট বিজয়ী	২২ ৪৮.৮৮%	১ ২.২২%	৫ ১১.১১%	০ ০%	১ ২.২২%	১ ২.২২%	০ ০%	৪৫ ১০০%	৩০ ৬৬.৬৬%
মোট প্রার্থী	**১৪৪** **৫০.৭০%**	**২** **০.৭০%**	**১১** **৩.৮৭%**	**২** **০.৭০%**	**৫** **১.৭৬%**	**১** **০.৩৫%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	**১৬৫** **৫৮.০৯%**

- নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান একজন করদাতা। তিনি সর্বশেষ অর্থ বছরে ২৫,২৯৫.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জন (৭২.৭২%) করদাতা। করদাতা ২৪ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (৮.৩৩%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন ও ১৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ আব্দুল গাফফার। তারা যথাক্রমে ৭,০৫,২৮৬.০০ টাকা এবং ১,০৮,২৩৫.০০ টাকা আয়কর প্রদান করেছেন।

- নবনির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৫ জন (৪৫.৪৫%) করদাতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩০ জন (৬৬.৬৬%) করদাতা। এই ৩০ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ২২ জন (৭৩.৩৩%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ২ জন (৬.৬৬%)।
- নির্বাচনে সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬৫ জন (৫৮.০৯%) ছিলেন কর প্রদানকারী। নবনির্বাচিত ৪৫ জনের মধ্যে কর প্রদানকারী ৩০ জন (৬৬.৬৬%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এবারের নির্বাচনে (২১ ডিসেম্বর, ২০১৭) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৭ জন। এই ৭ জনের মধ্যে ছিলেন বিজয়ী মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান। আমরা এখন নবনির্বাচিত মেয়র কর্তৃক রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনকালে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি। তথ্যসমূহ হলো: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য, প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, প্রকৃত সম্পদ (নেট সম্পদ) এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য।

বিজয়ী মেয়র ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়, প্রার্থী ও সম্পদ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য (টাকার অংকে):

বিষয়	২০১২ সাল			২০১৭ সাল			পার্থক্য	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
	নিজের	নির্ভরশীলদের	মোট	নিজের	নির্ভরশীলদের	মোট		
বার্ষিক আয়	স্পপ্রস্থস্প্লস্থস্প্রস্প্ল	স্ত্র	স্পপ্রস্থস্প্লস্থস্প্রস্প্ল	স্থস্ত্র-স্থস্ন,স্নস্ক্ষ	স্ত্র	স্থস্ত্র,স্থস্ন,স্নস্ক্ষ	-স্নস্প্রস্ত্রস্ন-স্মস্ক্রপ	-স্ত্র্র/স্পস্প৳
সম্পদ	স্থস্প,স্মস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্ক্ষ্ণ,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লস্প্লস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লস্নস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্নস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ক্রস্থস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ-স্স্থ-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ত্র/স্পস্থ৳
দায়-দেনা ও ঋণ	স্প্রস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্প্রস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থস্প্লস্ত্রস্ত্র,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্থ-স্ত্রস্ত্র-স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্নস্ক্রস্প৳

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় তার বার্ষিক আয় ছিল স্পপ্রস্থস্প্লস্থস্প্রস্প্ল০০ টাকা। এবারে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১০,১২,২৭২.০০ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানে তার আয় হ্রাস পেয়েছে ২৪,০২,৮৭৩.০০ (-৭০.৩৫%)।

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় তাঁর এবং নির্ভরশীলদের মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের পরিমান ছিল ১৫,৫৪,০০০.০০ টাকা। এবারে বার্ষিক সম্পদের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৭,১৫,০০০.০০ টাকা। প্রথম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের তুলনায় এবারে তার সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬১,০০০.০০ (১০.৩৬%)।
- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় তাঁর ঋণ ও দায়-দেনার পরিমান ছিল ৪,০০,০০০.০০ টাকা। এবারে ঋণের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৫,০০,০০০.০০ টাকা। প্রথম নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে তার দায়দেনার পরিমান ১১,০০,০০০.০০ টাকা (২৭৫%) বেশি।

বিজয়ী মেয়রের প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) সংক্রান্ত তথ্য (টাকার অংকে):

বিষয়	২০১২ সাল			২০১৭ সাল			পার্থক্য	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
	ধনসম্পদ	দায়দেনা	প্রকৃত সম্পদ	ধনসম্পদ	দায়দেনা	প্রকৃত সম্পদ		
প্রকৃত সম্পদ	স্থস্প,স্মস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থস্প,স্মস্প্রস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্প্লস্নস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্ত্র	স্থস্প্লস্নস্প্লস্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থ,স্স্থ,স্ত্রস্ত্রস্ত্র	স্থস্ত্র/স্থস্ন৳

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জনাব মোস্তাফিজুর রহমানের প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) ছিল ১৩,৮৪,০০০.০০ টাকা। এবারে তার প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৫,২৫,০০০.০০ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানে তার প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ১, ৪১,০০০.০০ টাকা (১০.১৯%)।

বিজয়ী মেয়রের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য (টাকার অংকে):

আয়কর						বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয়			
২০১২ সাল		২০১৭ সাল		পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার	২০১২ সাল	২০১৭ সাল	পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর	করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় সর্বশেষ অর্থ বছরে ১,৩৬,৬০৬.০০ কর প্রদান করেছিলেন। সর্বশেষ অর্থবছরে তিনি কর প্রদান করেছেন ২৫,২৯৫.০০ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় তিনি এবারে ১,১১,৩১১.০০ টাকা (-৮১.৪৮%) আয়কর কম দিয়েছেন।

- ২০১২ সালে বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয় দেখিয়েছিলেন ২,৬৬,৬০৬.০০ টাকা। এবারে দেখিয়েছেন ২,২৫,৩৯৫.০০ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় তিনি এবারে তার বারিবারিক ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ৪১,২১১.০০ টাকা (-৭৫.২১%)।

আমরা সুজনের পক্ষ থেকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দেখাতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপনই নয়, নির্বাচনের পূর্বেও প্রথমদিকে সুজন-এর একক উদ্যোগে এবং পরবর্তীতে পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডসদের সাথে যৌথ উদ্যোগে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- **নাগরিক সংলাপ:** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তফসিল ঘোষণার পূর্বেই গত ১২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরসহ (সম্ভাব্য প্রার্থী) রংপুর মহানগরের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুজন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে একটি নাগরিক সংলাপের আয়োজন করেছিল। নাগরিক সংলাপটিতে একদিকে যেমন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে সুজন-এর প্রত্যাশার কথা তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রার্থী এবং নাগরিকরাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন। একইসাথে নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন-এর সম্ভাব্য কর্মসূচি উপস্থাপন করে, আরও কী ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়েছে।

- **সংবাদ সম্মেলন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চেম্বার ভবন, রংপুর-এ আমরা একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটার প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার। এছাড়াও গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে একই স্থানে (চেম্বার ভবন, রংপুর) আর একটি সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকায় আর একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫ জন মেয়র প্রার্থীর তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের পর গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুরে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের প্রাথমিক মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরছি।

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে আমরা রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা করেছিলাম, যাতে ৫ জন মেয়র প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার সম্মতি জানানো সত্ত্বেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ এবং স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে ১, ৬, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩

নং ওয়ার্ডে মোট ১৪টি এবং সংরক্ষিত ৭ নং ওয়ার্ডের নারী প্রার্থীদের নিয়ে একটি মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেছেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, হাজার হাজার নারী পুরুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** মেয়র প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়েছে। একইভাবে একটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডসহ যে ১৫টি ওয়ার্ডে জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়েছে।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) সন্নিবেশিত করেছি।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও প্রচারণা চালানো হয়েছে। সুজন-রংপুর জেলা কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্য জনাব মাকসুদার রহমান মুকুলের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালিয়েছে। জনবহুল স্থানসমূহে ঘুরে ঘুরে প্রচারণার পাশাপাশি ৩৫টি স্থানে ৩৫টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হয় এই টিমের নেতৃত্বে।

- **মানববন্ধন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭, সকাল ১১টায়, প্রেসক্লাব চত্বর, রংপুরে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন একতাবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হয়েছে। দেড় লক্ষাধিক ভিউয়ার্স সুজন-এর এই প্রচারণায় যুক্ত হয়েছিলেন।

উপরোল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করায় আমরা কেন্দ্রীয় সুজন-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের রংপুর জেলা, মহানগর এবং ওয়ার্ড কমিটির নেতৃবৃন্দসহ পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরসদের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা মনে করি যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে যে ধরনের নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করেছি, তা অনেকাংশেই সফল হয়েছে।

নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন: ২১ ডিসেম্বরের নির্বাচন ছিল রংপুর সিটি কর্পোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন। আমরা মনে করি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় প্রথম থেকেই একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সজাগ ও কঠোর ছিল। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণের ব্যাপারে ব্যত্যয় ঘটানো হলে সাথে সাথেই তারা নোটিশ করেছেন এবং কখনও কখনও জরিমানাও করেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রতিকার তথা নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তুতি যথেষ্ট ভাল ছিল। কেননা, পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আমরা মাঠে দেখেছি। জুডিসয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ১১টি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ৩৩টি টিম কর্মরত ছিল। নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের কোনো অভিযোগ ওঠেনি। মোটকথা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদেরও কমিশন ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। অন্যান্য নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখলেও, এই নির্বাচনে আমরা তা দেখিনি। আমরা সুজন-এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়েও নির্বাচন কমিশনের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি।

সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো প্রচেষ্টা আমরা দেখিনি। রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের

মধ্যে যে কোনো মূল্যে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব আমরা লক্ষ করিনি। সামান্য কিছু ব্যত্যয় লক্ষ করলেও প্রার্থী ও সমর্থকদের আচরণ ছিল সংযত। সরকারের শরীক দলভূক্ত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার কেউ কেউ নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করলেও, তারা নির্বাচনী প্রচারণায় নামেননি।

এই নির্বাচনে গণমাধ্যম কর্মীরা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই গণমাধ্যমে একদিকে যেমন প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার খবর প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে নির্বাচনের খুঁটি-নাটি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রার্থীদের নিয়ে অনুসন্ধানী রির্পোটও প্রকাশিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত 'টক শো'র আয়োজন করে বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে। আমরা মনে করি গণমাধ্যমের কল্যাণেই এই নির্বাচন একটি উৎসবের আমেজ নিয়ে এসেছিল রংপুর মহানগরবাসীর কাছে। এজন্য আমরা গণমাধ্যমের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভোটাররা যেন ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে অবাধে ভোটে কেন্দ্রে গিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সকলের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল একটি সফল নির্বাচন। তারপরেও এই নির্বাচনে কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু নেতিবাচক দিক বা সীমাবদ্ধতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। দিকগুলো হচ্ছে:

- নির্বাচনের পূর্বে একটি ওয়ার্ডের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নির্বাচনী অফিসে রাতের আধারে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের পরেও দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
- আচরণবিধি ভঙ্গের মধ্যে একটি ছিল বিভিন্ন প্রতীকের সপক্ষে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল। নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে একজন মেয়র প্রার্থীর সপক্ষে ব্যাপকভাবে মিছিল করার মধ্যদিয়ে শোডাউন করা হয়েছে।
- নির্বাচনের দিনে রংপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছে। শুধু গণমাধ্যমের সাথেই না, পূর্বে রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা সত্ত্বেও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে সুজন আয়োজিত একটি ওয়ার্ড পর্যায়ের জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কর্তৃক মাঝপথে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে রির্টানিং অফিসারের নিকট থেকে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করে সুজন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব স্থানীয় আয়োজকদের মধ্যে পরে। আমরা মনে করি সুষ্ঠু নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে প্রশাসন কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি মোটেও কাঙ্ক্ষিত ছিল না।
- নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ভোট প্রদানের গড় হার ছিল ৭৪.৩০%। নির্বাচনের দিন অন্যান্য যান-বাহনের মত রিক্সাও বন্ধ ছিল। অনেকের ধারণা রিক্সা বন্ধ থাকায় কেন্দ্র থেকে যাদের বাড়ির দুরত্ব বেশি; বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ, নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী তারা অনেকেই ভোট দিতে যাননি। রিক্সা বন্ধ না থাকলে ভোটদানের হার আরও বেশি হতো বলে অনেকে মনে করেন।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নেতিবাচক অনুষঙ্গগুলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলেও বিষয়গুলোর প্রতি আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; যাতে কমিশন ভবিষ্যতে এধরনের বিষেয়ে সচেতন থাকতে পারে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, আগে থেকেই আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে, রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষতার সাথে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অন্যান্য সহযোগীদের সাথে নিয়ে এ লক্ষ্যেই আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলাম। আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কারণেই এই নির্বাচন সফল হয়েছে। কেননা নির্বাচন কমিশন যত শক্তিশালী বা আন্তরিক হোক না কেন সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল অংশীজনের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া কখনই অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। রিটানিং অফিসারের নেতৃত্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সকলের সুসমন্বয় সম্ভব হয়েছিল বলেই এই নির্বাচন আমাদের কাছে একটি মডেল নির্বাচন হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এখন আমাদের প্রত্যাশা রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তী নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হোক।